গাংনীতে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ

মেহেরপুরের গাংনীর হেমায়েতপুরে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহষ্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ। স্ত্রী জুলেখা বলছেন স্বামী মঈনুদ্দীন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে মঈনুদ্দীনের বোন ও মামাসহ প্রতিবেশিরা দাবী করেছেন, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে হঠাত মঈনুদ্দীনের মৃত্যুর খবর আসে। সে অসুস্থ এমন তথ্য কারো কাছে ছিল না। দুমাস আগে মঈনুদ্দীন মালেশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন।

মঈনুদ্দীনের বোন শিরিনা জানান, তার ভাই ১৫ বছর যাবত মালেশিয়া থাকেন। বছর পাঁচেক আগে বাড়িতে আসার পর একবার পারা খাওয়ানোর ফলে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি না এসে সরাসরি মালেশিয়া চলে যান। এবার বাড়ি এসে স্ত্রীর কারণেই প্রাণ গেল তার। ভাইকে পরিকল্পিতভাবে কেমিক্যাল খাওয়ানোর কারণে মারা গেছে।

এই কথা জানিয়েছেন মঈনুদ্দীনের মামা আব্দুস সাত্তারসহ প্রতিবেশিরা। তারা জানান, জুলেখা তার শাশুড়িকেও বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলে। সেসময় গ্রামের লোকজন বিষয়টি গোপন করায় জুলেখা রক্ষা পায়।

স্থানীয়দের দাবী, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী জুলেখা স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধিসহ কয়েকজনের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর স্বামী তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মঈনুদ্দীনকে পরিকল্পিতভাবে মেরে ফেলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, মঈনুদ্দীনের বোনসহ অন্যান্যরা অভিযোগ করছেন তাই জটিলতা

এড়াতে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে মামলা তুলে না নেয়ায় হুমকী

মামলা তুলে না নেয়ায় বড়ভাই আব্দুল ওহাবকে হত্যার হুমকী প্রদান করে তাকে এক রকম গৃহবন্দী করে রেখেছে ছোটভাই মিনারুল ইসলাম। পারিবারিক কলহের জের ধরে বড়ভাই আব্দুল ওহাবকে কুপিয়ে জখম করলে আব্দুল ওহাব গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলা তুলে নিতে অব্যাহত চাপ দিচ্ছে মিনারুল। এমনই অভিযোগ করেছেন আব্দুল ওহাব। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনীর হেমায়েতপুর গ্রামে। ওহাব ও মিনারুল ওই গ্রামের বুদুই বিশ্বাসের ছেলে।

আব্দুল ওহাব জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে গত ২৪/০৬/২২ ইং তারিখে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা মিনারুলকে আটকের জন্য বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় মিনারুলকে না পেলেও তার বাড়ি থেকে ৫টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মিনারুলের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় আরো একটি মামলা হয়।

আব্দুল ওহাব আরো জানান, মামলা করার পর আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে মিনারুল। এ মামলা তুলে নেয়ার জন্য অব্যাহত হুমকী প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এক বিঘা মরিচ ক্ষেতসহ পাট ক্ষেত কেটে দিয়েছে। ভায়ের হত্যার হুমকীতে মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না বলে জানান তিনি। একই সাথে পুলিশ বাহিনীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মিনারুলকে গ্রেপ্তারের জন্য।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মিনারুলকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চলছে। অনতি বিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে।